বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

C45

তারিখ ... APR ...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম ... 1 ...

অবহেলিত বাণিজ্যিক শিক্ষা এবং কয়েকটি সুপারিশ

ডঃ মোঃ শামসুল হক মিয়া

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের (১৯৫৯) সুপারিশের ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) সরকারের সাথে ইউএসএইড এবং কলোরেডো স্টেট কলেজের সাথে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫-৬৭ সালে ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলো প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল এসএসসি পরীক্ষা পাস করার পর চাকরি প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের সচিবী বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান এবং দফতর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উন্নতমানের বাস্তবভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশের সরকারী, আধা-সরকারী, সায়ত্বশাসিত, বেসরকারী এবং বৈদেশিক কূটনৈতিক মিশনগুলোর বিভিন্ন অফিসে চাকরির জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলে দেশে বিরাজমান বেকার সমস্যার কিছুটা লাঘব করা। ভিন্ন ক্যাম্পাসে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলো স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও স্থানাভাবে এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোর প্রাপ্ত সম্পদের কাম্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ঐ সময় কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলো সাময়িকভাবে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোর সাথে সংলগ্ন করে স্থাপন করা হয়। কথা থাকে যে, পরবর্তী পর্যায়ে সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোকে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাস থেকে ভিন্ন ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হবে। শুধুমাত্র ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট একটি আলাদা ক্যাম্পাসে স্বতন্ত্র ইন্সটিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। চট্টগ্রাম এবং খুলনা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটকে ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের অনুরূপ স্বতন্ত্র ক্যাম্পাসে স্থাপন করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক মূল প্রস্তাবটির সংশোধন করে চট্টগ্রাম কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটকে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সাথে এবং খুলনা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটকে খুলনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সাথে সংলগ্ন করে রাখা হয়। ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের মূল স্কীম আজো পুরাপুরিভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের মূল স্কীমে ঢাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এ ইন্সটিটিউটের জন্য যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তা আজো পুরোপুরিভাবে হুকুম দখল করা যায়নি। ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট বর্তমান মাত্র ১.৮৭ একর জমিতে দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান এবং ছাত্রদের জন্য কোন ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ছিল না। কথা ছিল, ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ পার্শ্ববর্তী গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউটের পর্যাপ্ত বাসস্থান এবং বিরাট ছাত্রাবাস হারাহারিভাবে ব্যবহার করবেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এ ব্যবস্থা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্বভার অর্পণ করা হল কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের উপর। আর ডিপ্লোমা-ইন কমার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে বাণিজ্যিক শিক্ষার ন্যায় একটি প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশ সাধন এবং সম্প্রসারণ সম্ভব হয়নি। এটা বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য যেমন দুঃখজনক তেমনি দুঃজনক কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের জন্যও। সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর জন্য মাত্র ১,০০০ বর্গফুটের দু'টো কক্ষ ছিল। এর একটিতে ছিল টাইপিং ল্যাবেরেটরী। অপরটি ছিল ইন্সট্রাক্টর-ইন-চার্জের অফিস কক্ষ। কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর থিওরেটিক্যাল ক্লাস করার জন্য পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শ্রেণীকক্ষ ব্যবহার করা হত। সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্বভার ন্যাস্ত ছিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপালের উপর। সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের ইন্সট্রাক্টর-ইন-চার্জ সরাসরি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপালের নিকট দায়ী থাকতেন। অর্পিত ক্ষমতাবলে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের বাজেট প্রণয়ন করতেন এবং যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই নির্বাহ করতেন। এক্ষেত্রে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের ইন্সট্রাক্টর-ইন-চার্জের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল খুবই কম। শুধু তাই নয়, কোন কোন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের শিক্ষকদের স্টাফ কোয়ার্টার এবং ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসের আসন বন্টনেও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। শিক্ষকদের নিয়মিত পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা ছিল না, ছিল না তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও। এ সমস্ত কারণে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। বাণিজ্যিক শিক্ষাকে এর নিজস্ব গতিধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমগ্র বাংলাদেশের গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের সকল ছাত্র-ছাত্রী এক সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহ হতে সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহকে শুধুমাত্র পৃথক করে ভিন্ন ক্যাম্পাসেই স্থানান্তর করা হল না, সমগ্র বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের প্রশাসনিক দায়িত্বভার কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরে ন্যস্ত করা হল। আর ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরিবর্তে সাময়িকভাবে বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এ্যান্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন, ঢাকা এর উপর অর্পিত হল। সিদ্ধান্ত হল, অবিলম্বে একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্যিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হবে। এবং বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্কীম প্রণয়ন করা হবে। শিক্ষকদের পদোন্নতি নিয়মিত এবং দ্রুততর করা হবে এবং শিক্ষকদের পদের Nomenclature convert করে জেনারেল কলেজের শিক্ষকদের পদের অনুরূপ করা হবে। আর শিক্ষকদের জন্য করা হবে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

পরিদপ্তর পরিবর্তনের দু'বছর পর গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ আবার তাঁদের খতিয়ান নিয়ে বসেছেন। তাঁরা চাওয়া-পাওয়ার হিসাব-নিকাশ করছেন আবার। কুষ্টিয়া গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের জনাব নজরুল ইসলাম ১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিল জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। আর ময়মনসিংহ গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের জনাব নবী হোসেন চাকরিতে যোগদান করেন ১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর হিসেবেই। সুদীর্ঘ ২০ বছর পর আজো তারা জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর। কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর থানাকালীন জীবনে তাঁদের ভাগ্যে কোন পদোন্নতি ঘটেনি। বুকে অনেক আশা ছিল হয়তো বা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর এলেই দু'একটা পদোন্নতি জুটবে। না, আজো তা জুটেনি তাঁদের ভাগ্যে। শুধু নজরুল ইসলাম এবং নবী হোসেনই নন, বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামে এরূপ প্রায় অর্ধশত জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর রয়েছেন যাঁরা কোনোরূপ পদোন্নতি ছাড়াই জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর হিসেবে প্রায় বিশ বছর যাবত চাকরি করে যাচ্ছেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি শিক্ষা প্রোগ্রামের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু এই ক'বছরে একজন শিক্ষককেও প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বন্ধ রয়েছে প্রায় অর্ধ যুগ ধরে। প্রণীত স্কীমটি অনুমোদন পায়নি আজো। গঠিত হয়নি প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র বাণিজ্যিক শিক্ষা বোর্ড। এখনো ঢাকা বোর্ড ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। ঢাকা বোর্ডে প্রতি বছর প্রায় ২,০০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী এস, এস, সি, এবং এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এই বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং তার নিজস্ব সমস্যার ভারে ঢাকা বোর্ড এমনিতেই সারা বছর ব্যতিব্যস্ত থাকে। তদুপরি এর উপর আবার ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সংগত কারণেই তাদের পক্ষে এ অতিরিক্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন কর সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষক পদের Nomenclature conversion করা হয়নি অদ্যাবধি। এমনকি পলিটেকনিক ক্যাম্পাসে হতে বেরিয়ে এসে গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলো ক্লাস করছে ভাড়া করা বাড়ীতে। সেখানে না আছে কোন সুযোগ-সুবিধা, না আছে শিক্ষার কোন সুষ্ঠু পরিবেশ।

শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বাণিজ্যিক শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোতে ছাত্র সংখ্যা অনেক গুণে বেড়ে গেছে। তাই বর্তমানে ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে এ ইন্সটিটিউটগুলোতে অনেক শিক্ষকের প্রয়োজন। বিশেষকরে বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের তীব্র অভাব অনুভূত হচ্ছে। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োজন মতো শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না, পূরণ করা হচ্ছে না শিক্ষকের শূন্য পদগুলো। উপরন্তু, এনাম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ৮টি শিক্ষকের পদ surplus করা হয়েছে। এতে করে ইন্সটিটিউটগুলোতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। বর্তমানে এমনি বিভিন্নমুখী সমস্যার বেড়াজালে জর্জরিত দেশের গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স এস, এস, সি পরবর্তী আই, কম-এর সমমানের একটি দু'বছর মেয়াদী কোর্স। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, বি, এ তে মাস্টার্স লেবেলে এম, বি, এ কোর্স চালু আছে কিন্তু মধ্যবর্তী পর্যায়ে বি, বি, এ, বা সমমানের কোন কোর্স বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু না থাকায় ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পাস করার পর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী একই পেশাগত লাইনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে না। আরেকটি ব্যাপার হল বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচলিত talent pool -এর বৃত্তির ন্যায় গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে না। তাই গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, তাঁদের নিয়মিত পদোন্নতি এবং প্রশিক্ষণ, বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য উন্নয়ন স্কীম অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, বাণিজ্যিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন, বি, বি, এ, কোর্স, talent pool -এর বৃত্তি প্রবর্তন এবং post conversion সংক্রান্ত সমস্যাবলী বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যতশীঘ্র সম্ভব সমাধানে ব্রতী হবেন তত শীঘ্র এ ইন্সটিটিউটগুলোতে শিক্ষকর সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, এ সমস্যাগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে যতই প্রকট মনে হোক না কেন এর সমাধানের জন্য প্রকৃতপক্ষে বিপুল অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন শুধুমাত্র সহানুভূতিশীল সুবিবেচনা এবং সদিচ্ছার। পরিশেষে একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এ লেখা শেষ করছি। দেশের ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের মধ্যে ১৫টি ইন্সটিটিউট পরিচালিত হচ্ছে চীফ ইন্সট্রাক্টর দ্বারা। কারণ, সেখানে আজো প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। শুধুমাত্র ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটেই প্রিন্সিপালের পদ আছে। আর ঐ পদটি শূন্য আছে বহুদিন যাবত। একজন চীফ ইন্সট্রাক্টরকে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু একজন চীফ ইন্সট্রাক্টরের পক্ষে প্রিন্সিপালের charge -এ থেকে full-fledged প্রিন্সিপালের দায়িত্বের মতো গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। অবিলম্বে ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপালের পদটি পূরণ করা উচিত। আর এটা করা উচিত সমগ্র বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের সার্বিক স্বার্থেই।